মেহেরপুরে পৌর জামায়েত ইসলামীর শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে বড়বাজার কাঁচা বাজার আড়ৎ এর শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বুধবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর পৌর শাখা জামাতের ইসলামের আয়োজনে কাঁচা বাজার আসাদ ভান্ডার বড়বাজার কাঁচা বাজার আড়ৎ এর শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্তু বিতরণ করা হয়।

কাঁচামাল ব্যবসায়ী হাজী মোঃ আবু সালেহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার। পৌর ৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন পৌর সেক্রেটারী মনিরুল ইসলাম, জেলা পেশাজীবী সংগঠনের সভাপতি মোঃ আল আমিন বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম, তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, বিশিষ্ট কাঁচামাল ব্যবসায়ী আকরাম আলী, কাথুলী রোড জামে মসজিদ ইমাম মঞ্জুরুল ইসলামসহ জামায়তের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুর পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ৯ নং ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার আয়োজন করা হয়েছে। আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় একদিকে অংশগ্রহণ করে ২ নাম্বার ওয়ার্ড অপরদিকে অংশ গ্রহণ করে ৯ নম্বর ওয়ার্ড। ২ নাম্বার ওয়ার্ড প্রথমে ব্যাটে গিয়ে ৯০ রানের টার্গেটে ৯ নম্বর ওয়ার্ড জয় লাভ করে।

মেহেরপুর পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পৌর ওয়ার্ল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা সমাপ্তি করেন।

উল্লেখযোগ্য মেহেরপুর পৌর গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯টি দল অংশগ্রহণ করে। এই মেহেরপুর পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজনকে ঘিরে মেহেরপুর পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা গেছে।

গাংনী পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ অনিশ্চিত!

গাংনীর বাজার স্থানান্তর না হওয়ায় থমকে আছে গাংনী পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ। মার্কেট নির্মাণ না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ী ক্রেতা সাধারণ।

এ নির্মাণ কাজ বাঁধাগগ্রস্থ করতে কৌশলগত ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারনের দীর্ঘদিনের দাবী যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবে দ্রত সমাধান করে মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরুর দাবী পৌরবাসীর। পৗর কর্তৃপক্ষ বলছে, হাটটি অন্য কাথাও স্থানান্তর করা না হলে পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

জানাগেছে, ১৬ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে গাংনী পৌর সুপার মার্কেট। এ নির্মাণ কাজ বাঁধাগ্রস্থ করতে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। রাজনৈতিক

আবার হাটের জন্য অস্থায়ী স্থান নির্ধারণ না করা হলে ব্যবসায়িরা বিপাকে পড়বেন। তারা এখানে ব্যবসা না করতে পারলেও অন্যস্থানে জায়গা করে নিবেন। ফলে হাটটির ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ইজারদার ও ব্যবসায়ীগন।

জানা গেছে, গাংনী ফুটবল মাঠের জমি গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একার নয়। ব্যাক্তি মালিকানাধিন বসত ভিটা ছাড়াও স্থানীয় তহশীল অফিসের জমি রয়েছে। কিন্তু মাঠটি নিজেদের বলে দাবী করে জনগনের স্বার্থের কথা না ভেবে অস্থায়ী হাট বসানোয় বাঁধা দেয়া হচ্ছে।

গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী আরও জানান, ফুটবল মাঠে হাটটি বসানোর কথা ছিল। সেটি বাধা দিচ্ছেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

যেহেতু জায়গাটি তাদের তারা পৌরসভাকে বলতে পারতো কিন্তু তা না করে সংবাদ সম্মেলন করে নোংরা রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে বাধাগ্রস্থ করছে। হাটটি কাঁচা বাজার ও র্যাব ক্যাম্প মধ্যবর্তী রাস্তার পাশে বসবে। ইতোমধ্যে মসজিদ কমিটির লোকজনের সাথে কথা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ওখানে সাপ্তাহিক হাট বসানো হবে ও মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

গাংনী পৌর শহর যেন ভাগাড়!

সমস্যায় জর্জরিত গাংনী পৌরসভার ওয়ার্ডগুলো। অপরকিল্পিত ও যত্রতত্র খোঁড়া-খুড়ি, দ্বিতীয় শ্রেনীর এই গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা এখন ভাগাড়ে পরিনত হয়েছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে। পৌর এলাকার অনেকেই ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করে জনদুর্ভোগের বিষয়গুলো উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন। তবে পৌর মেয়র বলছেন, কিছু কাজ চলমান থাকায় বৃষ্টির কারণে দুর্ভোগ হয়েছে। কয়েকটি কাজ চলমান আছে, আরো বড় কয়েকটি কাজ দ্রুত শুরু হলেও পৌরসভার চিত্র পাল্টে যাবে।

২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বরে গাংনী পৌরসভার নির্বাচনে তৃতীয়বারের মত

মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আহম্মেদ আলী। ওই নির্বাচনের আগে পানির লাইন নির্মাণ, ঘরে ঘরে বিদ্যুত, সড়ক সংস্কার, নতুন সড়ক, আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। দায়িত্বের পর দেড় বছর অতিক্রম হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো উন্নয়ন না হওয়ায় পৌরবাসীর মাঝে দিন-দিন হতাশা বাড়ছে।

স্থানীয় পৌরবাসীরা জানান, পৌর শহরের বেশিরভাগ ড্রেন নির্মানের নামে যত্রতত্র খোঁড়াখুড়ি করে পৌর এলাকা এখন ভাগাড়ে পরিণত করেছে পৌর কর্তৃপক্ষ। সংস্কারের অভাবে পৌর শহরের সড়কগুলো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া জলাবদ্ধতা ও যত্রতত্র ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ গাংনী পৌরবাসী। পৌরসভার কোনো এলাকাতেই ড্রেন নির্মাণ হয়নি। রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলার কিছু ড্রাম থাকলেও মহল্লার রাস্তাগুলোর পাশে নেই কোনো ময়লা ফেলার স্থান। মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া থেকে গাংনী প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত জনগুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ড সড়কটি দীর্ঘদিন যাবৎ মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী শহরের বড় বাজার এলাকায় ড্রেন নির্মান করা হয়েছে। কিন্তু পৌরসভার উদাসিনতায় রাস্তাটি মেরামত করা হয়নি। সড়কটিতে বাস ট্রাক ও ছোট খাটো যানবাহনগুলো এখানে এসে বড় ধরণের ধাক্কা খেতে হয়।

গাংনী মহিলা কলেজ মোড় এলাকায় পানির পাইপলাইন নির্মাণের পর বড় বড় গর্ত করে ফেলে রেখেছে প্রায় ৬ মাস। পাইপ লাইনের কাজ শেষ হলেও নির্মাণ করা হয়নি রাস্তা। ফলে ভোগান্তি বাড়ছে পৌরবাসির।

গাংনী মহিলা কলেজ মোড় থেকে পৌরসভা পর্যন্ত যাওয়া রাস্তাটি যেনো মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তায় রয়েছে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ ও পৌরসভা। প্রতিদিন অর্ধলক্ষ মানুষ এই পথটি ব্যবহার করেন। পথটি সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলামের আমলে নির্মাণ হলেও বর্তমান মেয়র এসেই রাস্তাটির অর্ধেক বরাবর ভেঙ্গে ফেলেন। দীর্ঘ ৫/৬ মাস যাবৎ ভোগান্তি হলেও সংস্কার হয়নি। সামান্য বৃষ্টিতেই জমে যায় হাটু পানি। অথচ, মেয়র আহমেদ আলী এই রাস্তাটি ধরে প্রতিদিন অফিস করলেও রাস্তাটির উন্নয়নে কোনো ধরণের পদক্ষেপ নেননি তিনি।

৮ নং ওয়ার্ডের সংষদ সদস্যের বাড়ির সামনে থেকে মহিলা কলেজ মোড় পর্যন্ত রাস্তাটির অবস্থা খুবই খারাপ। ভেঙ্গে চুরে খানা খন্দে সৃষ্টি হয়েছে রাস্তাটিতে। এখন সেখানে খোয়ার পরিবর্তে রয়েছে কাদা। সামান্য বৃষ্টিতেই কাদার সাথে জমে থাকে হাঁটুপানি। ফলে

থাকায় রাস্তার উপরেই হাঁটু পানি জমে থাকে। স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়াও সাধারণ মানুষের নাকাল বাড়ে।

ক্রীড়ামোদি রোকনুজ্জমান বলেন, গাংনীর ক্রীড়াবিদদের একমাত্র খেলার মাঠ গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠটিতে কয়েক গাড়ি মাটি এনে ফেলে রেখে সেটিও রুদ্ধ করে ফেলেছেন মেয়র। এখন আর সেখানে খেলতে পারছেনা কোমলমতি ছেলেরা। এছাড়া এখানে সেখানে আবর্জনা আর ময়লার স্তুপ জমে থাকে সব সময়। সবমিলিয়ে গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন স্থান এখন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

প্রায় ২১ বছর বয়সী দ্বিতীয় শ্রেনীর এই পৌরসভায় নেই শিশুপার্ক বা জনগণের বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা। ব্যবহারযোগ্য কোনো শৌচাগারও নেই বেশিরভাগ স্থানে। বেশিরভাগ স্থানে নেই সুপেয় পানির ব্যবস্থা। পৌরসভা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হলেও বাস্তবে পৌরসভায় নেই উন্নয়নের ছোঁয়া। গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, পৌরসভার কয়েকটি সড়কে কাজ চলছে। এরই মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় মানুষের চলাচলে কিছুটা ভোগান্তী হচ্ছে। তবে কিছু কাজ চলছে, বড় প্রকল্পের কাজ শিঘ্রই শুরু হবে তখন দৃশ্যমান উন্নয়ন দেখা যাবে। কারণ প্রকল্প আনা অনেক কঠিন কাজ।

গত পরশু দিন ৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা পেয়েছি বিভিন্ন মহল্লার পকেট রাস্তাগুলো হিয়ারিং কাজের জন্য। দ্রুত সে কাজ শুরু হবে। ইতোমধ্যে ১৮ কোটি টাকার ড্রেণ নির্মাণের কাজ চলছে, ২৩ কোটি প্রকল্পের পানির লাইনের কাজ চলছে, ইউজিপি-৪ এর ১০০ কোটি টাকার কাজ দ্রুত শুরু হবে। কাজগুলো সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হলে উন্নয়নে চিত্র দেখা যাবে।

পাল্টা অভিযোগ করে মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, দুদিনের বৃষ্টিতে একটু পানি জমেছে আর ক্যাসিনো ব্যবসায়ী শিপুর এগুলো সহ্য হচ্ছে না। সে কিভাবে ক্যাসিনো ব্যবসা করে, কিভাবে সে এত টাকার মালিক হলো সেগুলো নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে আহবান জানাচ্ছি।

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

জ্বালানী তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডশেডিং এবং সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ও ভোলার পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা নূরে আলম ও সেচ্ছাসেবক দলের নেতা আঃ রহিমকে হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ৫টার দিকে মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল্লাহ ইসলাম সেন্টুর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক আরিজুললা বাবলু মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুননেসা নয়ন,যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু,ছাত্রদল নেতা আকিব জাভেদ সিনজিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মেহেরপুর সদর,গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন বিক্ষোভ মিছিল করে সমাবেশে যোগদান করে।

এর আগে জ্বালানী তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডশেডিং এবং সকল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের

৭ দফা দাবিতে কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির লিফলেট বিতরন

৭ দফা দাবিতে শহরে লিফলেট বিতরন করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি। সোমবার বিকালে এ লিফলেট বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, সহসভাপতি সাইফুর রহমান কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল, সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, সাংগাঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,উপজেলা যুব দলের আহবায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল।

পরে ৭ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট শহরের মানুষের মাঝে বিতরণ করেন নেতা-কর্মীরা। ৭ দফার মধ্যে রয়েছে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, পরিবহনের ভাড়াসহ সকল মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎতের অসহানীয় লোডশেডিং ও স্যারের মূল্য বৃদ্ধি, ভোলায় পুলিশ কর্তৃক গুলি করে ছাত্র দল নেতা নুরে আলম ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আব্দুর রহিম হত্যার প্রতিবাদ,দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি, দেশনায়ক তারেক রহমান কে বিনা বাধায় স্বদেশে প্রত্যবর্তন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা দাবি অন্যতম।

অন্যদিকে কোটচাঁদপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আগমী ২৪ তারিখের বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা করা হয়।